



## 10839 - ঈমানেরে বুকন ও ঈমানেরে শাখাসমূহ

### প্রশ্ন

ঈমান হচ্ছ- আল্লাহর প্রতি ঈমান, ফরেশেতাদরে প্রতি ঈমান, কতিবসমূহেরে প্রতি ঈমান, শেষে দবিসরে প্রতি ঈমান ও ভাল-মন্দরে তাকদীরেরে প্রতি ঈমান। আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামরে বাণী হচ্ছ: “ঈমানেরে শাখা সত্তরাধিকি”। এতদেদুভয়েরে মাঝে আমরা কতিবসে সমন্বয় করতে পারি?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ঈমান বলতে যা আকদি সটোর মূলভিত্তি ছয়টি। য়ে ভিত্তিগুলো হাদসি জব্রাইল-এ জব্রাইল (আঃ) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্নেরে প্রকেষতি উদ্ধৃত হ়য়ে: “ঈমান হচ্ছ: আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, ফরেশেতাদরে প্রতি ঈমান আনা, রাসূলদেরে প্রতি ঈমান আনা, শেষে দবিসরে প্রতি ঈমান এবং ভাল-মন্দরে তাকদীরেরে প্রতি ঈমান।”[সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি]

পক্ষান্তরে, য়ে ঈমান আমল ও আমলেরে প্রকারগুলোকো অন্তর্ভুক্ত করে সটোর শাখা সত্তরাধিকি। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা নামায়কে ঈমান হিসেবে উল্লেখ করেছেন তাঁর এ বাণীতে: “আর আল্লাহ তাও তমোদরে ঈমান (নামায়) নষ্ট করতে পারনে না। আল্লাহ নঃসন্দহে মানুষেরে প্রতি অত্বন্ত স্নহেপরায়ণ, পরম দয়ালু।”[সূরা বাকারা, ২:১৪৩] তাফসরিকারগণ বলেন: ‘তমোদরে ঈমান’ মানে বায়তুল মুকাদ্দাসরে দকি ফরি তমোদরে নামায়। কনেনা সাহাবায়ে করোম কাবা অভিমুখী হ়য়ে নামায় আদায় করার আগে মসজদি আকসার দকি ফরি নামায় আদায় করার প্রতি আদষ্টি ছিলেন।